যঈফ ও জাল হাদিস

হাদিস নাম্বারঃ ৯৫৪

১/ বিবিধ

আরবী

من استحق النوم وجب عليه الوضوء

شاذ لا يصح

رواه الحافظ ابن المظفر في " غرائب شعبة " (148 / 2) حدثنا أبو الفضل العباس بن إبراهيم: حدثنا أبو غسان مالك بن الخليل: حدثنا محمد بن عباد الهنائي: حدثنا شعبة عن الجريري عن خالد بن غلاق ـ ولا أعلمه إلا عن أبي هريرة مرفوعا: قلت: وهذا سند رجاله كلهم ثقات: أبو الفضل العباس بن إبراهيم له ترجمة في " تاريخ الخطيب (12 / 151 ـ 152) وقال: " وكان ثقة ". وسائرهم من رجال " التهذيب ". لكن قوله: " لا أعلمه إلا.... " فيه بعض الشك في رفعه، ويقوي الشك أن الهنائي خولف في رفعه، فقال علي بن الجعد: أنبأنا شعبة فذكره موقوفا، أخرجه البغوي في " الجعديات " (7 / 69 / 1) ومن طريقه البيهقي (1 / 119) وعلي بن الجعد ثقة ثبت، وقد تابعه الثقات، فقال: ابن أبي شيبة في " المصنف " (1 / 39 / 2) : حدثنا هشيم وابن علية عن الجريري عن خالد بن غلاق القيسي عن أبي هريرة قال: فذكره موقفا عليه، ولعله الصواب، وزاد ابن علية، قال الجريري: فسألنا عن استحقاق النوم. فقالوا: " إذا وضع جنبه ". قلت: فاتفاق هؤلاء الثلاثة الثقات على وقفه يجعل رواية الهنائي شاذة، ولذلك قال البيهقي: " وقد روي مرفوعا ولا يصح رفعه ". وقال الحافظ في " التلخيص " (43) بعد أن ذكره من طريق البيهقي: " وروي موقوفا، وإسناده صحيح، ورواه في " الخلافيات " من طريق آخر

عن أبي هريرة وأعله بالربيع بن بدر عند ابن عدي، وكذا قال الدارقطني في " العلل " أن وقفه أصح
قلت: ويشهد لوقفه أن البيهقي رواه (1 / 122 ـ 123) من طريق أخرى عن يزيد ابن قسيط أنه سمع أبا هريرة يقول: " ليس على المحتبي النائم، ولا على القائم النائم، ولا على الساجد النائم وضوء حتى يضطجع، فإذا اضطجع توضأ "، وقال: " وهذا موقوف ". قلت: وإسناده جيد كما قال الحافظ في
التلخيص ". لكن الراجح أن العمل على خلافه كما تقدم في آخر الحديث الذي قبله

বাংলা

৯৫৪। যে ব্যক্তি ঘুমের উপযোগী হবে তার উপর উযূ করা ওয়াজিব।

হাদীছটি শায, সহীহ নয়।

এটি হাফিয ইবনুল মুযাফফার "গারায়েবু শুবাহ" (২/১৪৮) গ্রন্থে আবুল ফাযল আব্বাস ইবনু ইব্রাহীম হতে তিনি আবু গাসসান মালেক ইবনু খালীল হতে তিনি মুহাম্মাদ ইবনু আব্বাদ আল-হুনাঈ হতে তিনি শুবাহ হতে তিনি আল-জুরায়রী হতে তিনি খালেদ ইবনু গাল্লাক হতে ... বর্ণনা করেছেন। আমি একমাত্র আবু হুরাইরাহ হতেই এটিকে মারফু হিসাবে জানি। এ সনদের সকল বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য। কিন্তু (আমি একমাত্র আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতেই...) এ বাক্যের কারণে মারফূ’ হওয়ার ক্ষেত্রে সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে। এ সন্দেহকে আরো শক্তিশালী করেছে, হুনাঈর বিরোধিতা করে শু’বাহ হতে আরেক বর্ণনাকারী আলী ইবনুল জাআদের মওকুফ হিসাবে বর্ণনা করা।

এটিকে বাগাবী “আল-জা’আদিয়াত” (৭/৬৯/১) গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। আর তার সূত্রে বাইহাকী (১/১১৯) বর্ণনা করেছেন। এই আলী ইবনুল জা’আদ নির্ভরযোগ্য। নির্ভরযোগ্যরা তার মুতাবা’য়াত করেছেন। ইবনু আবী শাইবাহ "আল-মুসান্নাফ" (১/৩৯/২) গ্রন্থে বলেনঃ জুরায়রী হতে ... হুশায়েম ও ইবনু উলাইয়্যাহ মওকুফ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। সম্ভবত এটিই সঠিক।

আমি (আলবানী) বলছিঃ তারা তিনজন মওকুফ হওয়ার ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। অতএব হুনাঈর বর্ণনাটি শায। এ কারণেই বাইহাকী বলেনঃ মারফু হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। তবে মারফু হিসাবে সহীহ নয়। হাফিয ইবনু হাজার বলেনঃ মওকুফ হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। তার সনদটি সহীহ। দারাকুতনী "আল-ইলাল" গ্রন্থে বলেছেনঃ মওকুফ হওয়াটাই বেশী সঠিক। তবে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত সিদ্ধান্ত হিসাবে আমল এর বিপরীতে হয়ে আসছে। যেমনটি পূর্বের হাদীছের আলোচনার মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে।

হাদিসের মান: শা'জ পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ তাওহীদ পাবলিকেশন

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=71833

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন